দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 06 AUG 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২ ...

14

শিক্ষার জন্য খাদ্য ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাফল্যের সূচনা

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য' কর্মসূচী এক নাটকীয় সাফল্যের নজীর সৃষ্টি করেছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত এক জরিপ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩-এর জুলাইয়ের কর্মসূচী চালু হবার পর ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলে ভর্তি এবং উপস্থিতির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার (ড্রপ আউট) সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে ব্যাপকভাবে।

এক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর কার্যকর সাফল্যের লক্ষ্যে 'শিক্ষার জন্যে খাদ্য কর্মসূচী' শুরু করেন। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এ উদ্যোগের লক্ষ্য দেশের শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে নিম্নতম প্রশাসনিক ব্যয়ে গ্রামীণ দারিদ্র্য মোচনে সরকারী সহায়তা দান। কোন রকম বৈদেশিক সাহায্য ছাড়াই এ প্রকল্পের সমস্ত অর্থ যোগান দেয়া হয় সরকারী তহবিল থেকে। আলোচ্য বছর এ প্রকল্পে ১শ ৬ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে।

'শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য' —এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য ছিল চতুর্মুখী সাফল্য লাভ। গ্রামের দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য দেয়ার পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর ব্যাপক উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে ঝরেপড়া শিশুর সংখ্যা হ্রাস, এই ছিল এ কর্মসূচী চালুর সামগ্রিক উদ্দেশ্য।

মিউনিসিপ্যাল এলাকার বাইরে দেশের ৪শ ৬০টি থানার ১টি করে নির্ধারিত ইউনিয়ন এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত হয়। ইউনিয়নের সকল সরকারী এবং বেসরকারী রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়কেই কর্মসূচীর অধীনে নেয়া হয়। বর্তমানে কর্মসূচীর আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৪ হাজার ৭শ ৮৭টি। এর অতিরিক্ত চলতি বছর এপ্রিলে ১শ ২৭টি মাদ্রাসাকেও কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে। জরিপ রিপোর্ট থেকে দেখা যায়, সেই ১৪ লাখ ৮০ হাজার শিক্ষার্থী এখন এসব স্কুলে পড়ছে। এর মধ্যে শতকরা ৪৭ ভাগ অর্থাৎ ৬ লাখ ৯৮ হাজার ছাত্রছাত্রী খাদ্য সুবিধা পাচ্ছে। কর্মসূচীর আওতাধীন স্কুলগুলোতে প্রতিমাসে সাড়ে ৯ হাজার মেট্রিক টন গম বিতরণ হচ্ছে। বছরে বিতরণ হচ্ছে ১ লাখ ১৪ হাজার মেট্রিক টন। এজন্য একটি দরিদ্র পরিবার প্রতিমাসে সর্বোচ্চ ৩০ কেজি গম পাচ্ছে।

গৃহীত কর্মসূচী মূল্যায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইন্সটিটিউট, খাদ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিআইডিএস এবং বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে একটি প্রশ্নমালা নিয়ে গত ৬ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত কর্মসূচীর আওতাধীন ১শ ৪টি এবং আওতা বহির্ভূত ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরিপ চালানো হয়।

জরিপে দেখা যায়, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষায় 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচী চালুর আগে ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে স্কুলগামী শিশুর শতকরা হার ছিল ৭ দশমিক ৭ ভাগ। ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে তা দাঁড়িয়েছে ২৮ দশমিক ১ ভাগে। অর্থাৎ স্কুলে ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীর হার বেড়েছে ২০ দশমিক ৪ ভাগ। এর মধ্যে আবার মেয়েদের হার বেশী। অথচ কর্মসূচী চালুর আগে ১৯৯২ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে এ বৃদ্ধির হার ছিল [illegible] দশমিক ৭ ভাগ।

জরিপে দেখা যায়, কর্মসূচীটি চালুর আগে ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ক্লাসে উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৬৩ ভাগ। আর ১৯৯৪ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৭৭ দশমিক ৬ ভাগে। এ সময় স্কুলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের উপস্থিতির হার বেশী বেড়েছে।

সবচেয়ে বড় সাফল্য এসেছে স্কুল থেকে ঝরেপড়ার হারের ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে, কর্মসূচী চালুর আগে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ঝরেপড়া ছাত্রছাত্রীর হার ছিল শতকরা ১৮ দশমিক ৫ ভাগ। চলতি বছরের এপ্রিলে এ হার দাঁড়িয়েছে ১০ দশমিক ৯ ভাগে।